দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11.2.86
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 3

পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ হোস্টেলের একটি তছনছ করা কক্ষ। ১লা ফেব্রুয়ারী দুপুরে হোস্টেলে হামলা হয়
—ওয়াসে আনসারী

পাবনায় যা ঘটে গেল

এক টাকার জন্য এক কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট

॥ জহিরুল হক ॥

মাত্র এক টাকার জন্যে পাবনায় পয়লা ফেব্রুয়ারী প্রায় এক কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। হামলাকারীদের প্রহারে আহত হয়েছেন সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ, কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র। অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঞ্চাশটিরও বেশী বাস ও মিনিবাস, উত্তেজনায় বিঘ্নিত হয়েছে শহরের শান্তি। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ায় শহরের মানুষ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল চরম দুর্ভোগের মধ্যে। আটদিন সড়কপথে পাবনা সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

এই ঘটনা কেন ঘটল, এ নিয়ে পাবনা শহরে আলোচনার শেষ নেই। ৩ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে যানবাহনের অভাবে নগরবাড়ি ঘাটে আটকেপড়া অসহায় যাত্রীদের কাছে আমার শোনা শুরু হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা ফিরে আসার পথেও আমি এই আলোচনায় বিরতি দেখিনি। ঐদিনই ছাত্ররা আবার শহরে মিছিল বের করেছিল। কাজেই পরিস্থিতিতে কিছুটা উত্তাপই ছিল।

সাম্প্রতিক পাবনা গোলযোগের কারণ নতুন কিছু নয়। বাসভাড়া নিয়ে বচসা। সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণী বিজ্ঞানের একজন ছাত্র—মোশাররফ হোসেন দুলাই থেকে কলেজে আসছিলেন। মিনিবাসে ভাড়া পাঁচ টাকা, ছাত্রটি দিলেন চার টাকা। কন্ডাক্টর নেবেন না। কথা কাটাকাটি শুরু হলো। ছাত্রটি কনসেসন দাবী করে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

এক কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট

তার কলেজের পরিচয়পত্র দেখালেন, কন্ডাক্টর পরিচয়পত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তার গালাগালি থেকে কলেজের অধ্যক্ষও রেহাই পেলেন না। পরে শহরের বাস টার্মিনালে মোটর শ্রমিকরা মোশাররফ হোসেনকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করে ছাড়লো। এই ঘটনা ৩০ জানুয়ারীর।

মাত্র একটি টাকার জন্যে ছাত্রলাঞ্ছনা বিক্ষোভের রূপ নিল দুদিন পর—পয়লা ফেব্রুয়ারী। সারাদিনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের এক পর্যায়ে মরাত্মক হামলার শিকার হলেন এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সালাম। একদল বাসশ্রমিক কলেজের ভেতর ঢুকে প্রহার করলো অধ্যক্ষসহ কয়েকজন অধ্যাপককে। এই ঘটনার পর হাজার হাজার ছাত্র নেমে পড়লো রাস্তায়। আগুন জ্বালালো শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দশটি বাস গ্যারেজে। আক্রান্ত হলো পাবনা জেলা মোটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল বরকত খানের বাড়ি। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি ৫০ রাউন্ডেরও বেশী গুলিবর্ষণ করলেন বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর। তার বাড়ির গেটে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। গ্যারেজ ভেঙে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তার মোটরকারে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে জেলা প্রশাসক বিকালে শহরে কারফিউ জারি করেন। শহরে যখন কারফিউ, তখন বাইরে হাইওয়েতে কয়েকটি বাসের ওপর হামলা চলে। পয়লা ফেব্রুয়ারীর হাঙ্গামায় আগুনে পুড়ে এবং ভাঙচুরে পঞ্চাশটিরও বেশি বাস ও মিনিবাসের সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ক্ষতি হয়। টাকার হিসাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি।

মানুষের দুর্ভোগ

এই গোলযোগের পর পাবনা সড়কপথে সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একমাত্র সড়ক পথেই এই জেলার সাথে সারাদেশের যোগাযোগ। অনন্যোপায় মানুষকে শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে নগরবাড়ি ফেরীঘাট এবং কুড়ি মাইল দূরে ঈশ্বরদী স্টেশনে রিকশায় যেতে দেখেছি। ক্রমাগত আটদিন মানুষের এই দুর্ভোগ আমার চোখে পড়েছে। যানবাহন না থাকায় শহরে পণ্য সরবরাহ ছিল না। পেট্রল পাম্প স্টেশনে পেট্রলের অভাব দেখা দেয়। মোটর সাইকেলের মালিকরা কালোবাজার থেকে পেট্রল সংগ্রহ করেন। সরকারী গাড়িও পেট্রল সংকটের শিকার হয়। পেট্রলের সংকট ঈশ্বরদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ৬ ফেব্রুয়ারী শুনেছি ঈশ্বরদী ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনে পেট্রল নেই।

৩ ফেব্রুয়ারী সারারাত নগরবাড়ি ফেরীঘাটে কাটিয়ে পরদিন সকাল দশটায় থমথমে পাবনা শহরে এলাম। ঢাকার একজন ব্যবসায়ী তার গাড়িতে তুলে আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। শহরে এসে লোকজনের কথাবার্তায় বুঝলাম—পাবনা দুইভাগে বিভক্ত একদিকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক। অন্যদিকে বাস মালিক ও শ্রমিক। দুর্ভোগ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সমর্থন করছে ছাত্র-শিক্ষকদের। সাধারণ মানুষ মনে করে গোলযোগে পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ ছিল না। জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন বাস মালিকদের পক্ষে। রেস্তোরাঁ, বাসাবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রেসক্লাব, এমন কি সরকারী অফিসেও আমি গোলযোগ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুনেছি। সব কথার শেষ কথা, —পুলিশ সুপারকে বদলী করতে হবে।

আহত অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সালামকে আধুনিক সদর হাসপাতালে আমি দুপুরের পর দেখতে যাই। আট-দশজন ছাত্র তার শয্যার পাশে ছিলেন। অধ্যক্ষের রক্তমাখা চেক শার্ট তার বেডের সাথে ঝোলানো ছিল। যন্ত্রণায় কাতর অধ্যক্ষ বলেন: মিনিবাস শ্রমিকদের দুর্ব্যবহারের কথা ছাত্ররা ৩০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় তাঁকে জানায়। তিনি ছাত্রদের মোটর মালিক সমিতির কাছে দরখাস্ত করার পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্ররা যে দরখাস্তটি দেয় তা হুবহু উধৃত করছি:—

বরাবর, সভাপতি/সেক্রেটারী, পাবনা মোটর মালিক সমিতি। বিষয়: ছাত্রদের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য পিয়া গাড়ীর কন্ডা:, হেলপার ও ড্রাভারকে হাজিরা করা প্রসঙ্গে। জনাব, অদ্য বেলা ১২ ঘটিকার সময় এডওয়ার্ড কলেজের জনৈক ছাত্রের সাথে পিয়া গাড়ীর কন্ডাক্টর এবং চেইন মাস্টার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়। অতএব আজ রাত ১০টার ভিতরে কলেজের অধ্যক্ষের দফতরের তাদের হাজির করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা গেল। অন্যথায় বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত হবে। ইতি এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রবৃন্দ ৩০-১-৮৬।

অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রদের দরখাস্তের ভাষা যাই হোক আসলে তারা দুর্ব্যবহারের বিচার চেয়েছিল। কিন্তু মালিক পক্ষ এতে সাড়া দেন নি। রাত ৮টায় দরখাস্তটি পেশ করা হয়েছিল। দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ছাত্ররা তার উপরও চাপ সৃষ্টি করে। অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রদের চাপে ৩১শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় আমি এসপিকে টেলিফোনে মিনিবাস কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে জানাই। এসপি বলেন ঘটনাটি তিনি জানেন। তাকে মোটর মালিক সমিতি ঘটনাটি জানিয়েছে।

অধ্যক্ষ বলেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে মোটর মালিক সমিতি এসপির কাছে যোগাযোগ করল: ব্যাপারটায় আমার কাছে খটকা লাগলো।

পর দিন শনিবার পয়লা ফেব্রুয়ারী। অধ্যক্ষ জানান, সকাল ১০টার দিকে অফিসে বসে ছাত্রদের শ্লোগান শুনতে পেলাম। ওরা মাঠে জড়ো হয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন অধ্যাপক এসে বললেন, মোটর শ্রমিকরা কলেজ আক্রমণ করেছে। শ্রমিকরা কলেজের ভিতরে ঢিল ছুড়ছে। ছাত্ররা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারা ঢিল নিক্ষেপকারী শ্রমিকদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ সময় কলেজের অনতিদূরে একটি গ্যারেজের সামনে দুটি মিনিবাসে আগুন জ্বলে এবং কয়েকটি বাসের কাঁচ ভাঙচুর হয়।

অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্রদের মধ্যে খুব বেশী দূর এগিয়ে গিয়েছিল এমন ৪ জনকে শ্রমিকরা ধরে ফেলে। এদের একজন পুকুরে ঝাপ দিয়ে আত্মরক্ষা করে এবং একজন কপালে রক্ত নিয়ে কলেজে ফিরে আসে। ছাত্রদের একটি অংশ শ্রমিকদের তাড়া করে এগিয়ে যাবার সময় কলেজের সামনে কয়েকটি 'ফটুশের' দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয়ভাবে পরিচিত ফটুশ এক ধরনের মাদকগুলি। তামাক, আফিম ও শুকনো পেয়ারা পাতা দিয়ে এই গুলি তৈরি হয়। কলকে সাজিয়ে টান দিলে ফটু করে শব্দ হয় বলেই এর নাম 'ফটুশ'।

অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনার পর পরই পুলিশ সুপার কলেজে এসে উপস্থিত হন। অধ্যক্ষ জানান, তার অফিসকক্ষে বসে এসপি এবং তিনি চা খেয়ে উত্তেজিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয়ে পরে কলেজমাঠে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তারা বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় ছাত্রদের প্রতি ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানান হয়। এবং সেদিন রাত আটটার মধ্যেই ৩০ জানুয়ারীর ঘটনার জন্য দায়ী মিনিবাস শ্রমিকদের বিচারের আশ্বাস দেয়া হয়। এই আশ্বাসের পর ছাত্ররা যে যার মত চলে যায়।

হঠাৎ কলেজ আক্রমণ

অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সালাম জানান কলেজ ফাঁকা হয়ে পড়লে তিনি তার অফিসকক্ষে যান এবং বিকেল চারটায় স্টাফ কাউন্সিলের একটি মিটিং ডাকার ব্যাপারে উপস্থিত অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন আনুমানিক দেড়টা বাজে। হঠাৎ পিয়ন এসে বলে শ্রমিকরা কলেজ আক্রমণ করেছে। অধ্যক্ষ বলেন: পিয়নের কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখি ১০ থেকে ১১ জন লোক হকিস্টিক, রড ও টাঙ্গি (রামদা) নিয়ে গেটের দিক থেকে আমার অফিস কক্ষের দিকে ছুটে আসছে। গেট বন্ধ ছিল। ওরা টপকে ঢুকেছে কলেজের ভিতরে। দৌড়ে এগিয়ে আসার সময় ওরা 'ধর ধর' করে চিৎকার করছিল। আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রচ থেকে ছ'জনের বয়স ১০ থেকে ১৪-এর মধ্যে। এরা এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এদের আঘাতগুলি হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করি। ফলে আমার হাত ভেঙে যায়। কয়েকজন শিক্ষক আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে তারাও বেদম প্রহারের শিকার হন। হট্টগোল ও চিৎকার শুনে হোস্টেলের ছাত্ররা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সালাম জানান: আক্রান্ত হবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গেটে পুলিশ দেখেছেন। এসপিও অদূরে ছিলেন। স্থানীয় ছাত্ররা জানিয়েছেন, সকালে শ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্রদের প্রথম দফা সংঘর্ষের পর পুলিশ সুপার ও মোটর মালিক সমিতির সভাপতি বেবী ইসলামকে এক রিকশায় দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের চোখেও এটা লেগেছে।

পুলিশ সুপারের বক্তব্য

সমস্ত আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু পুলিশ সুপার জনাব জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। তিনি সার্কিট হাউসের লাউঞ্জে ছিলেন। ফুল ইউনিফর্ম পরা পুলিশ সুপার আমাকে বললেন, ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে ইন্টারভিউ দেয়া সম্ভব নয়। এটা তার চাকরির শৃংখলার পরিপন্থী হবে। তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কিছুক্ষণ নীরব থেকে জনাব জিয়াউদ্দিন বললেন: ঘটনার কারণ সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না। শুধু বলবো আমার বিবেকের দংশন নেই। কারো প্রতি আমি পক্ষপাত করিনি। বেবী ইসলামকে রিকশায় তুলে নিয়েছিলাম, একবার কয়েকজন শ্রমিককেও জীপের পেছনে তুলেছিলাম। আমি এদের সাহায্যে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম।

জেলা প্রশাসকের বক্তব্য

কথা হচ্ছিল জেলা প্রশাসক জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়ার সঙ্গে। তিনিও বক্তব্য দিতে নারাজ। তবে বললেন: পয়লা ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টা থেকে হেড কোয়ার্টারের বাইরে ছিলাম। কিন্তু দশটা থেকেই এডওয়ার্ড কলেজের সামনে গোলমাল শুরু হয়েছিল। পুলিশ একথা আমাকে জানায়নি। বিকালে ফিরে দেখলাম শহর জ্বলছে।

পুলিশ কেন আপনাকে ঘটনা জানায়নি? উত্তরে জেলা প্রশাসক বললেন: হতে পারে কারো অবহেলা। কিংবা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। যাই হোক সারাদিন ধরে ঘটনা চলতে দেয়া উচিত হয়নি।